উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব

সিন্ধু বিজয়

মুহাম্মদ বিন কাসিম

উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের রাজত্বকালে মুসলমানদের বিজয়াভিযান শুরু হয়। খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সমূহের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ৭১২ সালে তাঁর জামাতা মুহম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ফলে উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে।

আরো জানতে হবে

- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন- ইরাকের শাসনকর্তা।
- মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করেন- ৭১২ সালে।
- রাষ্ট্রীয়ভাবে উপমহাদেশে ইসলামের সূত্রপাত হয়- ৭১২ সালে।
- আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে সিন্ধুর রাজা ছিলেন- রাজা দাহির।
- মুসলমানরা সিন্ধু বিজয়কালে ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ
- মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।
- সিন্ধু অভিযানে মুসলিম সেনাপতি ছিলেন- মুহাম্মদ বিন কাসিম।
- মুহাম্মদ বিন কাসিম সর্বপ্রথম যে বন্দর জয় করেন- দেবল।

সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণ

- সুলতান মাহমুদ শাসনকর্তা ছিলেন- গজনীর (৯৯৭-১০৩০)।
- সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ করেন- ১৭ বার।
- সুলতান মাহমুদের সভাকবি ছিলেন- ফেরদৌসী।
- ফেরদৌসীর রচিত অমর কাব্যগ্রন্থের নাম- শাহনামা।
- ফেরদৌসীকে বলা হয়- প্রাচ্যের হোমার।
- সোমনাথ মন্দির অবস্থিত- ভারতের গুজরাটে।
- সুলতান মাহমুদ 'সোমনাথ মন্দির' আক্রমণ করেন- ১০২৬ সালে।
- সুলতান মাহমুদের রাজ্যসভায় নামকরা দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ- আল বেরুনী।

সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ করেন ১৭বার। সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেন ১০২৬ সালে।

উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

মুয়েজউদ্দিন মুহম্মদ বিন সাম ইতিহাসে শিহাবউদ্দিন মুহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত। গজনীতে ঘুর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে মুহম্মদ ঘুরী উপমহাদেশে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর মুহম্মদ ঘুরী উত্তর উপমহাদেশের শাসনভার তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি কুতুবুদ্দিনের উপর ন্যস্ত করে গজনী প্রত্যাবর্তন করেন। **অর্থাৎ ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন মুহম্মদ ঘুরী।**

তরাইনের ২টি যুদ্ধ

প্রথম যুদ্ধ

১১৯১ সালে মুহম্মদ ঘুরী ও পৃথ্বীরাজ চৌহানের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

মুহম্মদ ঘুরী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

দ্বিতীয় যুদ্ধ

১১৯২ সালে মুহম্মদ ঘুরী ও পৃথ্বীরাজ চৌহানের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

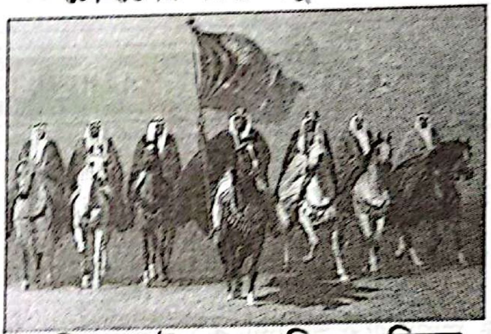

পৃথ্বীরাজ চৌহান পরাজিত ও নিহত হয়। ঘুরীর জয়লাভের মধ্য দিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. কোন মুসলিম সেনাপতি স্পেন জয় করেন? [রাবি ইতিহাস, ০৮-০৯]
ক. মুসা বিন নুসায়ের খ. খালিদ বিন ওয়ালিদ
গ. মুহাম্মদ বিন কাসিম ঘ. তারিক বিন জিয়াদ

০২. আরবদের আক্রমণের সময় সিন্ধু দেশের রাজা ছিলেন- [রাবি ইতিহাস, ০৭-০৮]
ক. মানসিংহে খ. জয়পাল গ. দাহির ঘ. দাউদ

০৩. প্রথম মুসলিম সিন্ধু বিজেতা ছিলেন- [খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শক, ৯৬]
ক. বাবর খ. সুলতান মাহমুদ গ. মুহাম্মদ বিন কাসিম ঘ. মুহাম্মদ ঘুরী

০৪. প্রথম বাংলা জয় করেন- [রাবি ইতিহাস, ০৮-০৯]
ক. বখতিয়ার খলজী খ. আলাউদ্দিন খিলজি
গ. আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ঘ. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

০৫. মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী কোন শতাব্দীতে বাংলাদেশে আসেন? [বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক ৯৫]
ক. একাদশ খ. দশম গ. ত্রয়োদশ ঘ. পঞ্চদশ

০৬. কতবার সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন? [জাহাবি ইতিহাস, ০৯-১০]
ক. ১৫ বার খ. ১৬ বার গ. ১৭ বার ঘ. ১৮ বার

উত্তরমালা

১. ঘ	২. গ	৩. গ	৪. ক	৫. গ	৬. গ		

দিল্লি সালতানাত

দিল্লি সালতানাত বলতে মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনকালকে বুঝানো হয়। ১২০৬ থেকে ১৫২৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ৩২০ বছর ধরে ভারতে রাজত্বকারী একাধিক মুসলিম রাজ্য ও সাম্রাজ্যগুলি 'দিল্লি সালতানাত' নামে অভিহিত। এই সময় বিভিন্ন তুর্কি ও আফগান রাজবংশ দিল্লি শাসন করে। ১৫২৬ সালে পানি পথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লি সালতানাতের পতন হয়।

দিল্লি সালতানাতের ৫টি রাজবংশ

১ দাস বংশ (১২০৬-৯০) → ২ খিলজি বংশ (১২৯০-১৩২০) → ৩ তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩) → ৪ সৈয়দ বংশ (১৪১৩-৫১) → ৫ লোদি বংশ (১৪৫১-১৫২৬)

দাস বংশীয় উল্লেখযোগ্য শাসকগণ

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০ খ্রি.)

তুর্কিস্থানের বাসিন্দা কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লির সালতানাতের প্রথম স্বাধীন সুলতান। তিনি মুহম্মদ ঘুরীর একজন ক্রীতদাস হিসাবে জীবন শুরু করেন।

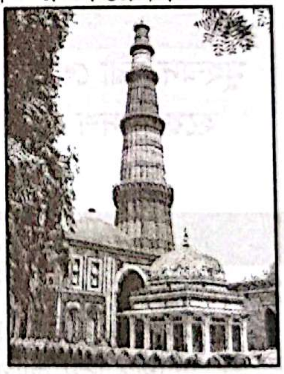

- ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
- দিল্লি সালতানাত ও দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা।
- উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তার করে দিল্লিতে রাজধানী স্থাপন করেন।
- বদান্যতা ও দানশীলতার জন্য তাঁকে 'লাখবক্স' বলা হতো।
- আজমিরে 'আড়াই দিনকা ঝোপড়া' মসজিদ নির্মাণ করেন।
- ভারতের দিল্লিতে 'কুতুব মিনার' নির্মাণ কাজ শুরু করেন।
- 'কুতুব মিনারের' নামকরণ করা হয় যার নামানুসারে- দিল্লির বিখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি।

সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬ খ্রি.)

- দিল্লির সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।
- 'সুলতান-ই-আজম' উপাধি প্রদান করেন- বাগদাদের খলিফা আল মুনতাসির বিল্লাহ
- কুতুব মিনারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন।
- ইলতুৎমিশ চল্লিশজন তুর্কি ক্রীতদাসদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন যা ইতিহাসে 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' বা 'চল্লিশ চক্র' নামে পরিচিত।

ভারতের মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম আরবীয় মুদ্রা প্রচলন করেন যা 'রুপিয়া' নামে পরিচিত

CamScanner

সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০ খ্রি.)

সুলতানা রাজিয়া ছিলেন ইলতুৎমিশের কন্যা। তিনি দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম মুসলিম নারী। সুলতানা রাজিয়ার সমাধি রয়েছে পুরোনো দিল্লীর বুলবুল-ই-খানা মহল্লায়।

বাহরাম শাহ

সুলতানা রাজিয়ার পর ইলতুৎমিশের তৃতীয় পুত্র বাহরাম শাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন অকর্মণ্য ও অপদার্থ। তাঁর রাজত্বকালে অভিজাতবর্গের ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যা। এই অভিজাতবর্গ ইতিহাসে **'চল্লিশের দল'** নামে পরিচিত।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭ খ্রি.)

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনকে **'মহান শাসক'** বলা হয়। শাহী দরবারের মর্যাদা ও পুনরুদ্ধারের জন্য এবং শান্তি শৃঙ্খলা লক্ষ্যে **'রক্তপাত ও কঠোর নীতি'** (Blood and Iron Policy) গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। **'ভারতের তোতা পাখি'** (বুলবুলে হিন্দ) নামে পরিচিত আমীর খসরু বলবনের দরবার অলংকৃত করেন।

দাস বংশের শাসনের ধারাবাহিকতা

মুহম্মদ ঘুরী

কুতুবউদ্দীন আইবেক

ইলতুৎমিশ

সুলতানা রাজিয়া

বাহরাম শাহ

গিয়াসউদ্দিন বলবন

মুহম্মদ ঘুরীর কৃতদাস ছিলেন কুতুবউদ্দীন আইবেক।
কুতুবউদ্দীন আইবেকের কৃতদাস ছিলেন ইলতুৎমিশ।
ইলতুৎমিশের কন্যা ছিলেন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম নারী সুলতানা রাজিয়া।

CamScanner

খলজি বংশীয় উল্লেখযোগ্য শাসকগণ

জালালউদ্দিন খলজি (১২৯০-১২৯৬ খ্রি.)

খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

তাঁর রাজত্বকালে ১২৯১ সালে মোঙ্গলরা দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের পৌত্র আবদুল্লাহর নেতৃত্বে ভারতীয় উপমহাদেশে আক্রমণ করে। সুলতান সাহসিকতার সাথে মোঙ্গলদের এই আক্রমণ প্রতিহত করে।

আলাউদ্দীন খলজি (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.)

আলাউদ্দীন খলজি সুলতান জালালউদ্দিন খলজির ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা ছিলেন। আলাউদ্দীন সুলতান জালালউদ্দীনকে হত্যা করে নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। সুলতান ফ্রান্সের রাজা চর্তুদশ লুই এর ন্যায় ঘোষণা করেন, "আমিই রাষ্ট্র।"

আরো জানতে হবে

- প্রথম মুসলমান শাসক হিসাবে দাক্ষিণাত্য জয় করেন- আলাউদ্দীন খলজি।
- দাক্ষিণাত্য অভিযানে নেতৃত্ব দেন সুলতানের সেনাপতি- মালিক কাফুর।
- দ্রব্যের মূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন- আলাউদ্দীন খলজি।
- পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজী মালিক দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন- ১৩২০ সালে।
- খলজি বংশের অবসান ঘটে- গাজী মালিকের সিংহাসন আরোহণের মধ্য দিয়ে।

তুঘলক বংশীয় উল্লেখযোগ্য শাসকগণ

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক

- গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পূর্বনাম গাজী মালিক।
- একজন তুর্কি ক্রীতদাস ছিলেন।
- বলবনের রাজত্বকালে উপমহাদেশে আসেন।
- একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে জীবন শুরু করে এবং পরবর্তীতে আলাউদ্দিন খলজির রাজত্বকালে তিনি উন্নতির শীর্ষ স্থানে আরোহণ করেন।
- সুলতান কর্তৃক 'গাজী মালিক' উপাধিতে ভূষিত হয়ে সেনাবাহিনীর রক্ষক পদে উন্নীত হন।

আলাউদ্দিন খলজির কোনো শক্তিশালী উত্তরাধিকারী না থাকায় ১৩২০ সালে গাজী মালিক থেকে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন।

মুহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.)

- দিল্লি থেকে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন।
- ভারতের প্রথম প্রতীক মুদ্রা প্রবর্তন করেন।
- সোনা ও রূপার মুদ্রার পরিবর্তে প্রতীক তামার মুদ্রা প্রচলন করেন।
- মুহম্মদ বিন তুঘলক কৃষির উন্নয়নের জন্য **'দিওয়ান-ই-কোহী'** নামে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন **'আমির কোহী'**।

তৈমুর লং-এর ভারত আক্রমণ

তৈমুর লং ছিলেন তুর্কি চাগতাই বংশীয়। খোঁড়া ছিলেন বলে তাকে **'লং'** বলা হতো। তাঁর পিতার নাম আমির তুরঘাই। তুঘলক বংশের সুলতান মাহমুদ শাহ রাজত্বে থাকাকালীন ১৩৯৮ সালে তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করে দিল্লি অধিকার করেন।

সৈয়দ বংশীয় উল্লেখযোগ্য শাসকগণ

খিজির খান

সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। নিজেকে নবীজির বংশধর দাবি করতেন।

আলাউদ্দিন আলম শাহ

তাঁর রাজত্বকালে রাজনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করলে তিনি স্বেচ্ছায় পাঞ্জাবের শাসনকর্তা বাহলুল লোদীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

লোদী বংশীয় উল্লেখযোগ্য শাসকগণ

বাহলুল লোদী

লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা

সিকান্দার লোদী

সিকান্দার শাহ উপাধি ধারণ করেন

ইব্রাহিম লোদী

লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ছিলেন।

দিল্লি সালতানাতের পতন

বাবর ১৫২৬ সালে পানি পথের প্রথম যুদ্ধে লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও হত্যা করে দিল্লির সিংহাসন দখল করে মুঘল বংশের ভিত্তি স্থাপন করেন। আর এভাবেই দিল্লি সালতানাতের পতন ঘটে।

ইবনে বতুতার আগমন

ইবনে বতুতা ভারতবর্ষে **দুইবার** আসেন। প্রথমবার আসেন তুঘলক বংশের মুহাম্মদ বিন তুঘলক এর শাসনামলে ১৩৩৩ সালে। বাংলায় আসেন ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের আমলে চতুর্দশ শতকে (১৩৪৬)। তাঁর ভারতবর্ষ সফরের বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর লিখিত ভ্রমণ গ্রন্থ **'কিতাবুর রেহালাতে'**।

আরো জানতে হবে

- **ইবনে বতুতা ছিলেন-** মরক্কোর পরিব্রাজক।
- **পৃথিবী ব্যাপী অন্য যে নামে পরিচিত-** শামস্-উদ্-দ্বীন।
- **ভারতবর্ষে আগমন করেন-** মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে (১৩৩৩ সালে)।
- **ইবনে বতুতাকে দিল্লির কাজী হিসেবে নিযুক্ত করেন-** সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক।
- **বাংলায় আগমন করেন-** ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের সময়ে (১৩৪৬)।
- **বাংলায় এসেছিলেন-** হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে।
- **সফর সংক্রান্ত গ্রন্থের নাম-** 'কিতাবুর রেহলা' বা 'সফরনামা'।
- প্রথম বিদেশি পর্যটক হিসেবে **'বাঙ্গালা'** শব্দ ব্যবহার করেন।
- **বাংলাকে অভিহিত করেন-** 'দোযখপুর নিয়ামত' বা 'প্রাচুর্যপূর্ণ নরক' হিসেবে।
- **বাংলাকে 'দোযখপুর নিয়ামত' উল্লেখ করেন-** কিতাবুর রেহালা গ্রন্থে।

ভুল নয় সঠিক তথ্য জানুন: বাজারের প্রচলিত কোন কোন বইয়ে ভারতবর্ষে ইবনে বতুতার আগমন দেওয়া আছে ১৩৪২ সাল এবং বাংলায় আগমন ১৩৪৫ সালে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ইবনে বতুতা ভারতবর্ষে আসেন ১৩৩৩ সালে এবং সেখানে ৭ বছর কাজী হিসেবে রাজদরবারে দায়িত্বরত থাকেন। পরবর্তীতে ১৩৪৬ সালে তিনি বাংলায় আসেন। *[তথ্যসূত্র : wikipedia, বাংলাপিডিয়া ও কিতাবুর রেহালা গ্রন্থ]*

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আমিই রাষ্ট্র'- এটি কার উক্তি? [DU খ' ২৪-২৫]

ক. রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ
খ. জার নিকোলাস
গ. চতুর্দশ লুই
ঘ. রাজা পঞ্চম চার্লস

০২. ইবনে বতুতা কার শাসনামলে বাংলায় আসেন? [DU খ, ০৩-০৪]

ক. শামসউদ্দীন ফিরোজ শাহ
খ. হাজী ইলিয়াস শাহ
গ. হোসাইন শাহ
ঘ. ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ

০৩. যে বিদেশি রাজা ভারতের কোহিনুর মণি ও ময়ূর সিংহাসন লুট করেন- [DU খ' ০৪-০৫]

ক. আহমদ শাহ আবদালী
খ. নাদির শাহ
গ. দ্বিতীয় শাহ আব্বাস
ঘ. সুলতান মাহমুদ

উত্তরমালা

১. গ	২. ঘ	৩. খ					

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

০৪. নিচে মরক্কোর কোন পর্যটক সোনারগাঁও এসেছিলেন? [25 BCS জাবি মানবিক, ০৮-০৯]
ক. ফা-হিয়েন খ. ইবনে বতুতা গ. মার্কো পোলো ঘ. হিউয়েন সাং

০৫. ইরানের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছিল বাংলার কোন সুলতানের? [বাতিলকৃত 24 BCS]
ক. গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ খ. আলাউদ্দীন হুসেন শাহ
গ. ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ ঘ. ইলিয়াস শাহ

০৬. কোন ব্যক্তি বাংলাদেশকে 'ধনসম্পদপূর্ণ নরক' বলে অভিহিত করেন? [সহকারী জজ, ০৯]
ক. ফা-হিয়েন খ. ইবনে বতুতা গ. হিউয়েন সাং ঘ. ইবনে খালদুন

০৭. ইবনে বতুতা কোন শতকে বাংলায় আসেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক, ০৯]
ক. চতুর্দশ খ. পঞ্চদশ গ. ষোড়শ ঘ. অষ্টাদশ

০৮. ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন? [দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক :০৪]
ক. মুহম্মদ বিন কাসিম খ. সুলতান মাহমুদ
গ. মুহম্মদ ঘুরী ঘ. গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ

০৯. কোন শাসক ভারতে মুসলিম শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করেন? [চবি খ' ০৪-০৫]
ক. মুহম্মদ বিন কাসিম খ. মাহমুদ গজনী
গ. মুহম্মদ ঘুরী ঘ. কুতুবউদ্দিন আইবেক

১০. দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা- [ইবি খ' ০২-০৩]
ক. মুহম্মদ বিন কাসিম খ. কুতুবউদ্দিন আইবেক
গ. ইলতুৎমিশ ঘ. গিয়াসউদ্দিন বলবন

দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা	কুতুবউদ্দিন আইবেক
দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা	শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ

১১. ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে-[রাবি ক' ১১-১২]
ক. একাদশ শতকে খ. নবম শতকে গ. ত্রয়োদশ শতকে ঘ. ষোড়শ শতকে

১২. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা- [রাবি: ০৭-০৮]
ক. মুহম্মদ বিন কাসিম খ. কুতুবউদ্দিন আইবেক
গ. শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ ঘ. গিয়াসউদ্দিন বলবন

১৩. ভারতে প্রথম মুদ্রা প্রবর্তন করেন- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৮]
ক. লর্ড কর্নওয়ালিস খ. শেরশাহ
গ. মুহম্মদ বিন তুঘলক ঘ. ইলতুৎমিশ

১৪. সুলতান-ই-আজম উপাধি কে লাভ করেছিল? [রাবি: ১২-১৩]
ক. কুতুবউদ্দিন আইবেক খ. শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ
গ. ফিরোজ শাহ তুঘলক ঘ. আলাউদ্দিন খলজি

১৫. 'বন্দেগান-ই-চেহেল গান' কে প্রতিষ্ঠা করেন? [রাবি ক' ১২-১৩]
ক. ইলতুৎমিশ খ. কুতুবউদ্দিন আইবেক গ. সুলতান মাহমুদ ঘ. আরাম শাহ

১৬. দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মুসলিম নারী কে? [জাবি: ১৩-১৪]
ক. নূরজাহান খ. সুলতানা রাজিয়া গ. মমতাজ ঘ. যোধা বাঈ

১৭. 'রক্তপাত ও কঠোর নীতি' কার শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল? [রাবি ক' ১২-১৩]
ক. সুলতানা রাজিয়া খ. নাসিরউদ্দিন মাহমুদ
গ. গিয়াসউদ্দিন বলবন ঘ. আলাউদ্দিন খলজি

১৮. 'মূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন? [রাবি এ' ১১-১২]
ক. ইলতুৎমিশ খ. বলবন গ. আলাউদ্দিন খলজি ঘ. মুহম্মদ বিন তুঘলক

উত্তরমালা

৪. খ	৫. ক	৬. খ	৭. ক	৮. গ	৯. ঘ	১০. খ	১১. গ
১২. গ	১৩. ঘ	১৪. খ	১৫. ক	১৬. খ	১৭. গ	১৮. গ	

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

তুর্কী বীর বখতিয়ার খলজী ১২০৩ সালে বিহার জয় করেছিলেন। তের শতকের শুরুতে মুসলিম শক্তি ভারত থেকে বাংলার দিকে অগ্রসর হয়। মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী নদীয়া আক্রমণ করে ১২০৪ সালে লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১২০৬ সালে খলজীর মৃত্যু হলে তার সহ যোদ্ধা তিনজন বাংলা শাসন করেন। পরবর্তীতে দিল্লীর শাসকগণ বাংলাকে প্রদেশ বানিয়ে শাসন করেন। এ সময় মোট ১৫ জন দিল্লীর সুলতান বাংলাকে শাসন করেন।

বাংলায় তুর্কি শাসন

১২০৪ থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলায় তুর্কি শাসন ছিল। এ সময় বাংলায় ঘন ঘন বিদ্রোহ সংঘটিত হতো। এ জন্য দিল্লীর ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারাণী তার **'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'** গ্রন্থে বাংলার নাম দিয়েছিলেন **'বুলগাকপুর'** বা বিদ্রোহের নগরী।

তুর্কি শাসনের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শাসক

সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খলজি	• লখনৌতি নদীর তীরে বসনকোর্ট দুর্গ নির্মাণ করেন। • মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বপ্রথম নৌবাহিনী গড়ে তোলেন।
নাসির উদ্দীন মাহমুদ	• ইলতুৎমিশের পুত্র ছিলেন। • বাংলার প্রথম তুর্কি শাসক ছিলেন।
সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ	• তাঁর সময়ে সিলেট বিজিত হয়। • তাঁর শাসনামলে বাংলায় আগমন করেন হযরত শাহজালাল (র:)।

হযরত শাহজালালের বাংলায় আগমন

সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজের শাহের শাসনামলে হযরত শাহজালাল ইয়েমেন থেকে ৩৬০ জন শিষ্যসহ বাংলাদেশে আসেন। এ সময় সিলেটের শাসক ছিল গৌরগোবিন্দ। সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজের সৈন্যদল হযরত শাহজালালের সহযোগিতা নিয়ে রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করেন। ফলে সিলেট অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে আসে। তাঁর সমাধি রয়েছে সিলেটে। তাঁর নামানুসারেই সিলেট অঞ্চল এক সময় **'জালালাবাদ'** নামে পরিচিত হয়। বিখ্যাত সুফি শাহ পরান ছিলেন তার ভাগ্নে ও শিষ্য। হযরত শাহজালাল ও শাহ পরানের মাজার রয়েছে সিলেটে।

CamScanner

বাংলায় স্বাধীন সুলতানী যুগ

দিল্লির সুলতানগণ ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত দুই শত বছর বাংলাকে তাঁদের অধিকারে রাখতে পারেননি। ১৩৩৮ সালে সোনারগাঁয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের মৃত্যু হয়। বাহরাম খানের বর্মরক্ষক ছিলেন **'ফখরা'** নামের একজন রাজকর্মচারী। প্রভুর মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ নাম নিয়ে সোনারগাঁওয়ের সিংহাসনে বসেন। এভাবেই সূচনা হয় বাংলার স্বাধীন সুলতানী যুগের। সুলতানী যুগের উল্লেখযোগ্য শাসকবৃন্দ হলেন -

- ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ
- শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ
- সিকান্দার শাহ
- গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ
- আলাউদ্দীন হোসেন শাহ
- নুসরাত শাহ

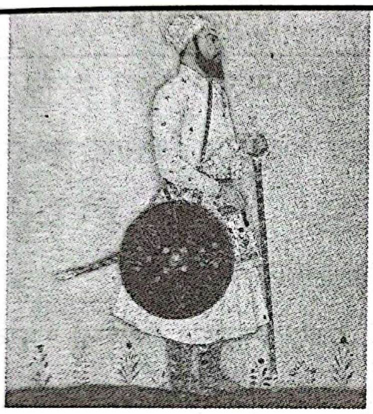

বাহরাম খান

দিল্লির অধীনস্ত শাসক বাহরাম খান কে তাঁর নিজ দেহরক্ষী **'ফখরা'** হত্যা করে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করে সূচনা করেন স্বাধীন সুলতানী যুগের।

ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ

শাসক	উল্লেখযোগ্য কর্ম
ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ	• বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ছিলেন। • সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করেন (ত্রিপুরারাজের থেকে)। • বাংলায় প্রথম স্বাধীন সুলতানী যুগের সূচনা করেন (১৩৩৮ সালে)। • রাজধানী ছিল সোনারগাঁয়ে। • চাঁদপুর হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রাজপথ তৈরি করেন • ইবনে বতুতা বাংলায় আসেন ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ এর সময়ে (১৩৪৬ সালে)। • ইবনে বতুতা ভারতের দিল্লিতে আসেন মুহাম্মদ বিন তুঘলক এর সময়ে (১৩৩৩ সালে)।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ	• সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলার অধিপতি হন। • প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে একত্রিত করেন। • **“শাহ-ই-বাঙ্গালাহ”** বা **‘বাংলার সুলতান’** উপাধি ধারণ করেন। • বাংলার রাজধানী গৌড় থেকে পাণ্ডুয়াতে স্থানান্তর করেন। **ইলিয়াস শাহ বাংলা শাসন করেন ১৬ বছর।** 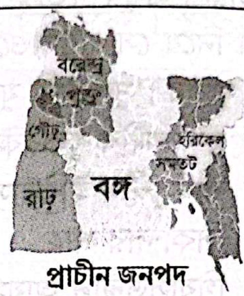 **প্রাচীন জনপদগুলোকে একত্রিত করে ‘বাঙ্গালাহ’ নামকরণ করেন ইলিয়াস শাহ**
সুলতান সিকান্দার শাহ	• বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিহাসে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। • পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার পাণ্ডুয়াতে বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন। • গৌড়ের কোতওয়ালী দরজা নির্মাণ করেন। • অখণ্ড বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে দিল্লির শাসক ফিরোজ শাহ তুঘলকের সাথে সন্ধি করেন। **নোট:** একডালা দুর্গে অভিযান পরিচালনা করেন ফিরোজ শাহ তুঘলক। ঐতিহাসিক একডালা দুর্গ অবস্থিত গাজীপুরে।
গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ	• রাজধানী ছিল সোনারগাঁয়ে। • সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। • **‘ইউসুফ জুলেখা’** কাব্যটি রচিত হয় তাঁর সময়ে। রচয়িতা শাহ মুহম্মদ সগীর। • পারস্যের কবি হাফিজের সাথে পত্র যোগাযোগ করতেন। **নোট:** একবার তিনি হাফিজকে বাংলাদেশে আসার দাওয়াত জানালে প্রত্যুত্তরে কবি হাফিজ একটি সুন্দর কবিতা (দিওয়ান) লিখে পাঠিয়ে দেন।
জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ	• রাজা গণেশের পুত্র ছিলেন। • **‘খলিফাতুল্লাহ’** উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ	• বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। • তাঁর শাসনামলকে বাংলার স্বর্ণযুগ বলা হতো। • তিনি ধর্মীয় উদারনীতি অনুসরণ করতেন। • ব্রাহ্মণ্যবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটে তাঁর সময়ে। • গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন। • চট্টগ্রাম হতে আরাকানীদের বিতাড়িত করেন। • তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শীকর নন্দী বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন। • তাকে **'বাংলার আকবর'** বলা হতো। **নোট:** 'কাশ্মীরের আকবর' বলা হয় জয়নুল আবেদীনকে।
নাসিরউদ্দীন নুসরাত শাহ	• গৌড়ের বিখ্যাত বারোদুয়ারী মসজিদ নির্মাণ করেন। • **'গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ'** ও **'কদম রসুল'** মসজিদ নির্মাণ করেন। • তাঁর সময়ে ভারতে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। • তিনি বাবরের সাথে মিত্রতা করে বাংলা শাসন করেন। • **'বাবর নামায়'** তাঁর প্রশংসা করা হয়।
গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ	• সুলতানী আমলের সর্বশেষ শাসক ছিলেন। • ১৫৩৮ সালে শেরশাহ গৌড় দখল করলে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী যুগের অবসান হয়।

খান জাহান আলী

খান জাহান আলী ছিলেন একজন মুসলিম ধর্ম প্রচারক এবং বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার স্থানীয় শাসক। তাঁর উপাধি ছিল **উলুঘ খান** ও **খান-ই-আজম** ইত্যাদি। হযরত উলুঘ খানজাহান আলি দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষগণ তুরস্কের অধিবাসী ছিলেন।

তৈমুর লং ১৩৯৮ সালে দিল্লী আক্রমণ করলে তিনি বাংলায় চলে আসেন এবং বাগেরহাটের স্থানীয় শাসক হিসেবে সুন্দরবনের জায়গির লাভ করেন।

খান জাহান আলী নির্মাণ করেন

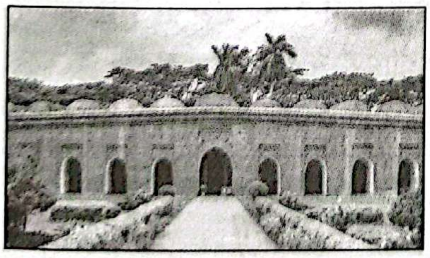

বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ। এই মসজিদে গম্বুজের সংখ্যা ৮১টি।

আরো নির্মাণ করেন

- ➤ বাগেরহাটের বিবি বেগুনি মসজিদ
- ➤ যশোরের অভয়নগরে অবস্থিত খাঞ্জালি মসজিদ।
- ➤ বাগেরহাটে ষাট গম্বুজ মসজিদের পাশে অবস্থিত ঘোড়া দীঘি।

ছোট সোনা মসজিদ ও বড় সোনা মসজিদ

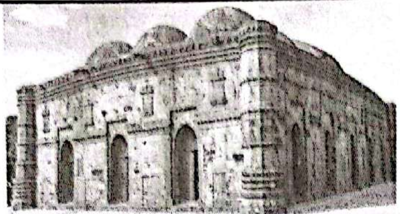

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন মনসুর ওয়ালী মুহম্মদ বিন আলী। এটি নির্মিত হয় হোসেন শাহ এর আমলে।

ধারণা করা হয় ভারতের গৌড়ে অবস্থিত বড় সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন নাসিরুদ্দীন নুসরাত শাহ। মসজিদটি 'বারোদুয়ারী' বা বারো দরজাবিশিষ্ট বলে পরিচিত।

মসজিদ দুটো'র গম্বুজগুলোর উপর সোনালি রং এর আস্তরণ থাকায় মসজিদ দু'টির নাম হয় সোনা মসজিদ।

রাজা গণেশ

বাংলার ইতিহাসে দুই শত বছর (১৩৩৮-১৫৩৮ সাল) মুসলমান সুলতানদের স্বাধীন রাজত্বের যুগ। তথাপি এ দুই শত বছরের মাঝখানে অল্প সময়ের জন্য কিছুটা বিরতি ছিল। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে বাংলার ক্ষমতা দখল করেন অভিজাত রাজা গণেশ।

রাজা গণেশ

- গণেশ ছিলেন দিনাজপুরের ভাতুরিয়া অঞ্চলের জমিদার।
- ছেলেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন রাজা গণেশ।
- গণেশের ছেলে যদু ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে নাম রাখেন জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ।
- গণেশের মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখল করে জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ।
- মুদ্রায় নিজেকে **'খলিফাতুল্লাহ'** বা **'আল্লাহর খলিফা'** বলে উল্লেখ করেন জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ।

জানা আছে কি?

বাংলার মুসলিম শাসনামলে 'আবওয়াব' শব্দটি কিসের সাথে জড়িত?

ইয়েস স্যার!

আবওয়াব হচ্ছে প্রজার উপর ভূমির নির্ধারিত খাজনার অতিরিক্ত হিসেবে আরোপিত সকল অস্থায়ী কর বা খাজনা।

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. শাহ-ই-বাঙ্গালা কোন সুলতানের উপাধি ছিল? [DU খ' ২৪-২৫]
ক. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ খ. ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ্
গ. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ ঘ. নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ

০২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটেছিল যে শাসকের আমলে- [DU খ' ২১-২২]
ক. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ খ. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
গ. সুবেদার শায়েস্তা খান ঘ. শের শাহ সুরি

০৩. বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান? [DU খ' ১৭-১৮]
ক. ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ খ. ইলিয়াস শাহ গ. নাদিরা শাহ ঘ. নাসির উদ্দীন

০৪. বাংলার মুসলিম শাসনামলে 'আবওয়াব' শব্দটি কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো? [DU 'খ' ১২-১৩]
ক. নদী খ. পানি গ. খাজনা ঘ. জমি

০৫. বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান- [DU খ' ০৩-০৪/ DU খ' ১৫-১৬]
ক. ফখরুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ খ. ফখরুদ্দীন জহির শাহ্
গ. ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ্ ঘ. মুহাম্মদ ঘুরী

০৬. 'বাঙ্গালাহ্' নামের প্রচলন করেন- [DU খ ০৮-০৯]
ক. শশাঙ্ক খ. ধর্মপাল গ. ইলিয়াস শাহ্ ঘ. আকবর

০৭. বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসনামল শুরু করে- [DU খ' ০৩-০৪]
ক. ফখরুদ্দীন ইলিয়াস শাহ খ. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
গ. ফখরুদ্দীন জহির শাহ ঘ. মুহাম্মদ ঘোরী

বি সি এস

০৮. কোন শাসকদের আমলে বাংলাভাষী অঞ্চল 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে? (44 BCS)
ক. মৌর্য খ. গুপ্ত গ. পাল ঘ. মুসলিম

০৯. বাংলার কোন সুলতানের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলা হয়? [41 BCS]
ক. শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ খ. নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ
গ. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ঘ. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

১০. বাংলার কোন অঞ্চলকে ৩৬০ আউলিয়ার দেশ বলা হয়? [35,15 BCS]
ক. চট্টগ্রাম খ. রাজশাহী গ. সিলেট ঘ. খুলনা

১১. বখতিয়ার খলজী বাংলা জয় করেন কোন সালে? [30 BCS]
ক. ১২১২ খ. ১২০০ গ. ১২০৪ ঘ. ১২১১

১২. সুলতানী আমলে বাংলার রাজধানীর নাম কী? [29 BCS]
ক. সোনারগাঁও খ. জাহাঙ্গীরনগর গ. ঢাকা ঘ. গৌড়

১৩. গৌড়ের সোনা মসজিদ কার আমল নির্মিত হয়? [29 BCS]
ক. হুসেন শাহ্ খ. ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ গ. শায়েস্তা খান ঘ. ঈশা খাঁ

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

১৪. হযরত শাহজালাল (রহ.) কোন শাসককে পরাজিত করে সিলেটে আযান ধ্বনি দিয়েছিলেন? [জেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার: ০৩]
ক. বিক্রমমাদিত্য খ. কৃষ্ণচন্দ্র গ. গৌর গোবিন্দ ঘ. লক্ষ্মণ সেন

১৫. ইলিয়াস শাহের রাজধানী কোথায় ছিল? [রাবি: ১২-১৩]
ক. লখনৌতি খ. গৌড় গ. তাণ্ডা ঘ. পাণ্ডুয়া

১৬. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজধানী কোথায় ছিল? [চবি: ১৪-১৫]
ক. মুর্শিদাবাদ খ. সোনারগাঁও গ. ঢাকা ঘ. গৌড়

উত্তরমালা

১. ক	২. ক	৩. ক	৪. গ	৫. গ	৬. গ	৭. খ	৮. ঘ
৯. গ	১০. গ	১১. গ	১২. ঘ	১৩. ক	১৪. গ	১৫. ঘ	১৬. খ

CamScanner

মুঘল সাম্রাজ্য

১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদী বংশের শাসক ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে **বাবর ভারত বর্ষে মুঘল শাসনের গোড়াপত্তন করেন।** ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে মুঘল সাম্রাজ্যের **তৃতীয় শাসক সম্রাট আকবর বাংলায় মুঘল শাসনের সূত্রপাত করেন।** ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের পরাজয়ের ফলে শেষ মুঘল সম্রাট **দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসনের মধ্য দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।** মুঘল সাম্রাজ্যের শাসক মোট **১৯ জন**। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য **৬ জন**।

পানিপথের তিনটি যুদ্ধ

- **পানিপথ নামক স্থানটি বর্তমানে অবস্থিত-** ভারতের দিল্লি থেকে ৯৫ কিলোমিটার উত্তরে হরিয়ানা প্রদেশে যমুনা নদীর তীরে।
- **পানিপথ মূলত একটি-** গ্রামের নাম।
- **পানিপথের প্রান্তরে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হয়-** ৩টি।

যুদ্ধ	সাল	পক্ষ-বিপক্ষ	ফলাফল
১ম	১৫২৬	বাবর*-লোদী	ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন
২য়	১৫৫৬	বৈরাম খান*-হিমু	দিল্লি মুঘলদের নিয়ন্ত্রণে আসে
৩য়	১৭৬১	আবদালী*-মারাঠা	মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়

*চিহ্নিত পক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করে। [মারাঠা শাসকদের উপাধি ছিল 'পেশোয়া']

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের উপর লিখিত মহাকাব্য 'মহাশ্মশান' এর রচয়িতা মহাকবি কায়কোবাদ।

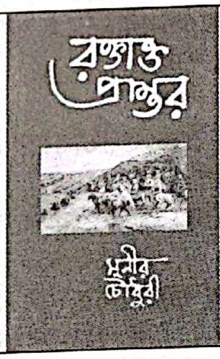

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের উপর লিখিত নাটক 'রক্তাক্ত প্রান্তর' এর রচয়িতা মুনীর চৌধুরী।

এক নজরে ৬ মুঘল শ্রেষ্ঠ শাসকদের পরিচয়

ক্রম	নাম	রাজধানী	সমাধি
১	বাবর	আগ্রা	কাবুল, আফগানিস্তান
২	হুমায়ুন	আগ্রা	দিল্লি
৩	আকবর	ফতেহপুরসিক্রি	সিকান্দ্রা, আগ্রা
৪	জাহাঙ্গীর	আগ্রা	লাহোর, পাকিস্তান
৫	শাহজাহান	শাহজাহানাবাদ, দিল্লি	তাজমহল, আগ্রা
৬	আওরঙ্গজেব	শাহজাহানাবাদ, দিল্লি	খুলাদবাদ, মহারাষ্ট্র

→ **বাহু আজা শাজাআ-** ৬ জন শাসকের ক্রম মনে রাখার টেকনিক।

উপমহাদেশে মুঘল শাসকগণ

- **শাসনকাল-** ৩১৬ বছরের।
- **মুঘলরা অবসান করে-** দিল্লি সালতানাতের।
- **সাম্রাজ্যের অংশ-** বর্তমান বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান।
- **বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা-** আকবর।
- **সমগ্র বাংলা দখলকারী মুঘল সম্রাট-** জাহাঙ্গীর (১৬০৮)।
- **সাম্রাজ্যের বেশি বিস্তার করেন-** আওরঙ্গজেব।
- **সবচেয়ে বেশি সময় ক্ষমতায় ছিলেন-** আকবর ও আওরঙ্গজেব (দুজনেই ৪৯ বছর করে)।
- **পলাশীর যুদ্ধের সময় মুঘল সম্রাট ছিলেন-** দ্বিতীয় আলমগীর।
- **সর্বশেষ মুঘল সম্রাট-** বাহাদুর শাহ্।

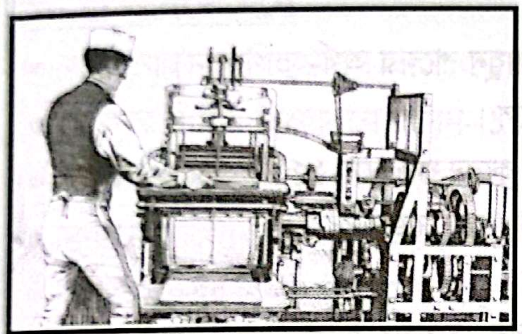

ভারতে মুদ্রণ শিল্পের সূচনা হয় মুঘল আমলে। ১৫৫৬ সালে গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের উদ্যোগে 'গোয়া'য় ছাপাখানা স্থাপন করা হয়।

বাংলা মুদ্রণশিল্পের জনক চার্লস উইলকিন্স।

১৬৮২ সালে বাংলা মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হলেও ইংরেজ কর্মকর্তা উইলকিন্স ১৭৭৮ সালে বাংলায়। প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন হুগলি জেলার

প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর

বাবরের জন্ম বর্তমান রুশ-তুর্কিস্তানের অন্তর্গত **ফারগানা** নামক রাজ্যে। **বাবর পিতার দিক থেকে তৈমুর লঙ** এবং **মায়ের দিক থেক চেঙ্গিস খানের** বংশধর ছিলেন। সাহসিকতা ও নির্ভীকতার জন্য তিনি ইতিহাসে 'বাবর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। 'বাবর' তুর্কি শব্দ যার অর্থ **সিংহ;** মতান্তরে, 'বাবর' ফারসি শব্দ যার অর্থ **বাঘ**। বাবর ফারগানার সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন মাত্র **১১ বছর বয়সে**।

আরো জানতে হবে

- **ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা-** জহিরউদ্দীন মুহম্মদ বাবর।
- **মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়-** পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে ১৫২৬ সালে।
- **বাবর মৃত্যুবরণ করেন-** ১৫৩০ সালে (আফগানিস্তানের কাবুলে সমাহিত করা হয়)।
- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম কামানের ব্যবহার করেন (পানিপথের প্রথম যুদ্ধে)
- **'তুজুক-ই-বাবুরী' (বাবরনামা)-** তুর্কি ভাষায় রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ।

দ্বিতীয় মুঘল সম্রাট হুমায়ুন

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন। **১৫৩৮ সালে তিনি গৌড় অধিকার করেন। গৌড় নগরের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি এর নাম রাখেন জান্নাতাবাদ।** ১৫৪০ সালে কনৌজের যুদ্ধে শের শাহের নিকট পরাজিত হলে দিল্লি হাত ছাড়া করেন। ১৫৪০-১৫৫৫ পর্যন্ত সাময়িকভাবে মুঘল শাসন ছিল না। ১৫৫৫ সালে পুনরায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

আরো জানতে হবে

- **বাংলার নামকরণ করেন-** জান্নাতাবাদ।
- **বাবরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম-** হুমায়ুন (**হুমায়ুন শব্দের অর্থ-** ভাগ্যবান)।
- **হুমায়ুন ক্ষমতা লাভ করেন-** ১৫৩০ সালে।
- **শেরশাহ এর সাথে 'চৌসার' ও 'কনৌজে'র যুদ্ধ করেন যথাক্রমে-** ১৫৩৯ ও ১৫৪০ সালে।
- **হুমায়ুন পরাজিত হন-** শেরশাহের নিকট (কনৌজের যুদ্ধে)।
- **হুমায়ুন সিংহাসনচ্যুত হন-** ১৫৪০ সালে।
- **হুমায়ুন পুনরায় সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন-** ১৫৫৫ সালে (১৫ বছর পর)।
- **হুমায়ুন মৃত্যুবরণ করেন-** ১৫৫৬ সালে (গ্রন্থাগারের সিঁড়ি হতে পড়ে মারা যান)।

সম্রাট শেরশাহ ও শূর শাসন

১৫৩৯ সালে চৌসারের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরখান **'শেরশাহ'** উপাধি গ্রহণ করেন। **১৫৪০ সালে তিনি বাংলা দখল করেন।** একই বছর কনৌজের নিকট বিলগ্রামের যুদ্ধে তিনি হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লি অধিকার করে **উপমহাদেশে আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।**

সম্রাট শেরশাহ

- ভারতীয় উপমহাদেশে **সর্বপ্রথম ডাক ব্যবস্থা** চালু করেন।
- ডাক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য **'ঘোড়ার ডাক'** প্রচলন করেন।
- ভারতবর্ষে **'দাম'** মুদ্রার প্রচলন করেন।
- **কবুলিয়ত ও পাট্টার** প্রচলন করেন।
- **আফগান দুর্গ** নির্মাণ করেন (ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে)।
- **'সড়ক ই আজম'** বা **'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড'** নির্মাণ করেন (বাংলাদেশের সোনারগাঁও থেকে লাহোর পর্যন্ত)।
- **ইংরেজরা 'সড়ক ই আজম' এর নাম দেয়-** গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড।
- **ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা** (Land Revenue System) তাঁর অমর কীর্তি।
- **সমাধিস্থল-** ভারতের বিহার রাজ্যের সাসারামে।

তৃতীয় মুঘল সম্রাট আকবর

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর বৈরাম খান আকবরের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে আকবরের রাজ প্রতিনিধি হিসেবে থাকেন। এসময় দিল্লি হিমু দখল করে নিলে বৈরাম খান পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করে দিল্লি উদ্ধার করেন। পরিণত বয়স না হওয়া পর্যন্ত বৈরাম খানই আকবরের অভিভাবক হিসেবে আকবরের পক্ষ থেকে রাজ্য পরিচালনা করেন।

আরো জানতে হবে

- **সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন-** ১৫৫৬ সালে।
- **আকবর দিল্লির সিংহাসনে বসেন-** ১৩ বছর বয়সে।
- **মুঘল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে-** আকবরের রাজত্বকালে।
- **মুঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন-** সম্রাট আকবর।
- **সম্রাট আকবর বিবাহ করেন-** রাজপুত কন্যা যোধাবাঈকে।
- **সমন্বয়বাদী চিন্তার ধারক-বাহক ছিলেন-** সম্রাট আকবর।
- **বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা-** সম্রাট আকবর (১৫৭৬)।
- **সম্রাট আকবর বাংলা বিজয় করেন-** ১৫৭৬ সালে।
- সম্রাট বিশাল এ সাম্রাজ্য কে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ১৫টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন।
- **প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে বলা হতো-** সুবেদার।
- **সমগ্র বঙ্গ দেশ 'সুবহ-ই-বাঙ্গালাহ' নামে পরিচিত ছিল-** সম্রাট আকবরের আমলে।
- পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধে ১৫৫৬ সালে হিমুকে পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষা করেন।
- **আকবর মৃত্যুবরণ করেন-** ১৬০৫ সালে (সমাধিস্থল অবস্থিত- সেকেন্দ্রায়)।

আকবরের অভিভাবক বৈরাম খান

- **প্রকৃত নাম-** বৈরাম বেগ।
- আকবরের **অভিভাবক ও প্রধান** সেনাপতি ছিলেন।
- আকবরের পিতা **হুমায়ুনের বন্ধু** ছিলেন।
- ১৫৫৬ সালে আকবরের সেনাপতি বৈরাম খান ও হিমুর মধ্যে **পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়।**
- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে বৈরাম খান জয়লাভ করেন।

আকবরের নবরত্ন সভার উল্লেখযোগ্য কয়েকজন

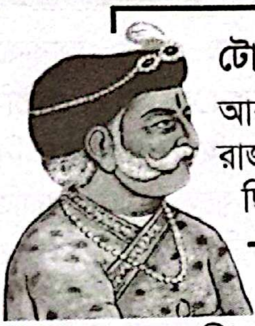

- 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের রচয়িতা- আবুল ফজল।
- দেশবাচক 'বাংলা' শব্দের প্রথম ব্যবহার হয়- 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে।
- এ দেশের সরকারি কাজে ফারসি ভাষা চালু করে- টোডরমল।
- তানসেন (প্রকৃত নাম- রামতনু পাণ্ডে) ছিলেন- আকবরের রাজসভার গায়ক ।
- আকবরের রাজসভায় বিখ্যাত কৌতুককার ছিলেন- বীরবল।
- কবি ফৈজি ও সেনাপতি মানসিংহ আকবরের নবরত্ন সভার উল্লেখযোগ্য দু'জন।

দীন-ই-ইলাহী (১৫৮২)

- 'দীন-ই-ইলাহী' নামক একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রবর্তন করেন- সম্রাট আকবর।
- ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন- মাত্র ১৮ জন।

সম্রাট আকবরের উল্লেখযোগ্য কর্ম

- বাংলা সাল, বাংলা নববর্ষের প্রচলন করেন।
- বাংলা সনের সূচনা হয়- ইংরেজি ১৫৫৬ সালে, ৯৬৩ হিজরীতে।
- 'মানসবদারী' (সেনাবাহিনী সংস্কার পরিকল্পনা) প্রথা চালু করেন।
- 'তীর্থ' ও 'জিজিয়া' কর রহিত করেন।
- জিজিয়া হলো- অমুসলমানদের উপর ধার্য সামরিক কর।
- রাজপুত নীতির প্রবর্তন।

স্থাপত্য শিল্পে সম্রাট আকবর

- 'বুলান্দ দরওয়াজা' নির্মাণ।
- 'অমৃতসর স্বর্ণমন্দির' নির্মাণ।
- আগ্রার দুর্গ তাঁর অমর কীর্তি।
- ফতেহপুর সিক্রি নগরীর গোড়াপত্তন করেন।

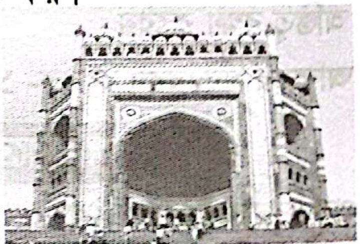

ভারতের ফতেহপুর সিক্রিতে আকবর নির্মাণ করেন বুলান্দ দরওয়াজা

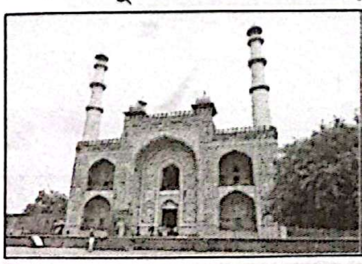

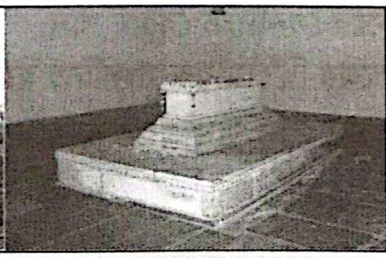

আকবরের সমাধি রয়েছে ভারতের উত্তর প্রদেশের আগ্রার সেকেন্দ্রায়

চতুর্থ মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর

সম্রাট আকবর বাংলা জয় করলেও সারা বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে নূরজাহানের বিবাহ মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নূরজাহানের বাল্য নাম ছিল মেহেরুন্নিছা।

আরো জানতে হবে

- **জাহাঙ্গীরের ডাকনাম ছিল-** শেখু বাবা।
- **সম্রাট জাহাঙ্গীর জোর করে বিয়ে করেছিলেন-** আলীকুলী বেগের পত্নী নূরজাহানকে
- **নূরজাহান অর্থ-** জগতের আলো।
- **নূরজাহানের প্রকৃত নাম-** মেহেরুন্নিসা।
- **সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ-** 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর'।
- **বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ করেন-** ইসলাম খানকে ।
- তাঁর আমলেই ইসলাম খান কর্তৃক বারো ভুঁইয়াদের দমন করা হয়।
- তাঁর আমলেই ইসলাম খান কর্তৃক বাংলার রাজধানী **রাজমহল** হতে **ঢাকায়** স্থানান্তর (১৬১০) করা হয় এবং ঢাকার নামকরণ করা হয় **জাহাঙ্গীরনগর**।
- ১৬১২ সালে সমগ্র বাংলা মুঘলদের অধীনে আনয়ন করেন।
- তাঁর আমলেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় আগমন করে।
- **মৃত্যুবরণ করেন-** ১৬২৭ সালে।

উল্লেখযোগ্য কর্ম

- নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন।

নিজের নামে মুদ্রা চালু করেন সম্রাট জাহাঙ্গীর

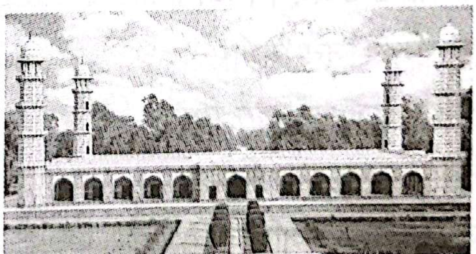

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি পাকিস্তানের লাহোরের শাহাদারা বাগে অবস্থিত

পঞ্চম মুঘল সম্রাট শাহজাহান

জাহাঙ্গীরের পরে মুঘল সাম্রাজ্যের শাসক হন শাহজাহান। স্থাপত্য শিল্পের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ। ময়ূর সিংহাসন ও তাজমহলসহ বিভিন্ন স্থাপত্য নির্মাণের জন্য তাঁকে **'Prince of Builders'** বলা হয়।

আরো জানতে হবে

- **'শাহজাহান' উপাধি দেন-** সম্রাট জাহাঙ্গীর।
- **শাহজাহান অর্থ-** বিশ্ব সম্রাট।
- **শাহজাহানের স্ত্রীর নাম-** মমতাজ মহল।
- শাহজাহান ও মমতাজ মহলের **৪ পুত্র ও ২ কন্যা** ছিল।
- **শাহজাহানের ৪ পুত্র হলেন-** দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ।
- **শাহজাহানের ২ কন্যা হলেন-** জাহান আরা ও রওশন আরা।
- **শাহজাদা দারা শিকোহ্ ছিলেন-** সংস্কৃত উপনিষদের প্রথম ফারসি অনুবাদক।
- **'Prince of Builders' নামে খ্যাত-** সম্রাট শাহজাহান।
- **ময়ূর সিংহাসনের শিল্পী ছিলেন-** পারস্যের বেবাদল খান।
- **ময়ূর সিংহাসন বর্তমানে রয়েছে-** ইরানে।
- **শাহজাহানের মুকুটে শোভাবর্ধন করত-** কোহিনুর হীরা।
- **শাহজাহানের অনুমতিক্রমে বাংলার হুগলিতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন-** ইংরেজরা।
- **মৃত্যুবরণ করেন-** ১৬৬৬ সালে।
- **তাঁর সমাধি অবস্থিত-** ভারতের উত্তর প্রদেশের আগ্রায়।

উল্লেখযোগ্য কর্ম

- আগ্রার তাজমহল নির্মাণ
- ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ
- দিল্লি জামে মসজিদ নির্মাণ
- দিল্লির লালকেল্লা নির্মাণ
- আগ্রায় মতি মসজিদ নির্মাণ
- লাহোরে শালিমার উদ্যান নির্মাণ
- খাসমহল ও শীষমহল নির্মাণ
- সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধিক্ষেত্র নির্মাণ

সম্রাট আকবর নির্মিত আগ্রার দুর্গ তাঁর বর্তমান রূপ লাভ করে সম্রাট শাহজাহানের আমলে।

CamScanner

সম্রাট শাহজাহানের অমরকীর্তি

ময়ূর সিংহাসন ও কোহিনূর হীরা

- **ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন-** সম্রাট শাহ্জাহান।
- **ময়ূর সিংহাসন ভারত থেকে নিয়ে যান-** পারস্যের নাদির শাহ্ (১৭৩৯ সালে)।
- **কোহিনূর হীরা উদ্ধার ও সংরক্ষণ করেন-** সম্রাট হুমায়ুন।
- **কোহিনূর হীরা ভারত থেকে নিয়ে যান-** পারস্যের নাদির শাহ্।
- **কোহিনূর হীরা বর্তমানে রয়েছে-** টাওয়ার অব লন্ডনে (যুক্তরাজ্য)। ভারত থেকে ব্রিটিশরা নিয়ে যান।

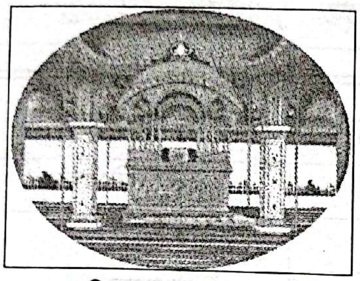

ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন সম্রাট শাহ্জাহান

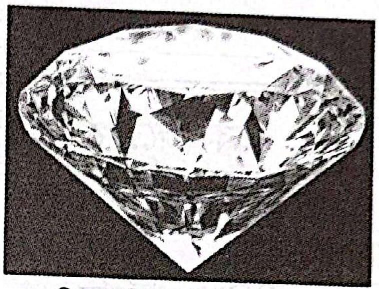

কোহিনূর হীরা বর্তমানে রয়েছে ব্রিটেনের রাণীর রাজমুকুটে

আগ্রার তাজমহল

- **নির্মিত হয়-** ১৬৩২-১৬৫৩ সালে।
- **অবস্থান-** আগ্রা, উত্তর প্রদেশ, ভারত।
- **যে নদীর তীরে অবস্থিত-** যমুনা।
- **স্থাপত্য শিল্পী-** ওস্তাদ আহমেদ লাহোরি।
- এটি একটি সমাধি সৌধ।
- **সমাধি রয়েছে-** সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় স্ত্রী মমতাজ মহলের।
- ২০ হাজার শ্রমিক ২২ বছর কাজ করে।
- **ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে-** ১৯৮৩ সালে।

তাজমহলের সামনে জোবায়ের'স সিরিজের লেখকদ্বয়

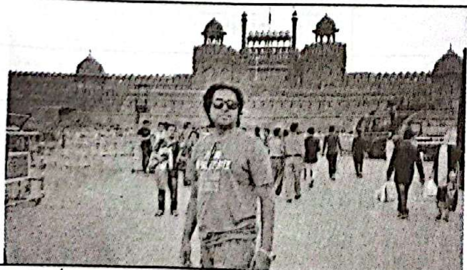

সম্রাট শাহজাহান নির্মিত 'আগ্রার লাল কেল্লা' ও 'আগ্রার দুর্গের' সামনে লেখক। উল্লেখ্য; আগ্রা জায়গাটি ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত।

ষষ্ঠ মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব

- 'জিন্দাপীর' বলা হয়- সম্রাট আওরঙ্গজেবকে।
- 'আলমগীর বাদশাহ গাজী' উপাধি ধারণ করেন।
- সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে একটি আইন সংকলন প্রণীত হয়, যার নাম- 'ফতওয়া-ই-আলমগীরী'।
- আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন- শায়েস্তা খান।
- তাঁর সমাধি অবস্থিত- খুলাদবাদ, মহারাষ্ট্র।

একনজরে গুরুত্বপূর্ণ মুঘল স্থাপত্য, অবস্থান ও নির্মাতা

স্থাপত্য	অবস্থান	নির্মাতা
আফগান দূর্গ	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার	শেরশাহ
ফতেহপুর সিক্রি	দিল্লি	সম্রাট আকবর
স্বর্ণমন্দির	অমৃতসর, পাঞ্জাব	সম্রাট আকবর
তাজমহল	আগ্রার যমুনা নদীর তীরে	সম্রাট শাহজাহান
ময়ূর সিংহাসন	আগ্রা, দিল্লি	সম্রাট শাহজাহান
শালিমার উদ্যান	লাহোর, পাঞ্জাব, পাকিস্তান	সম্রাট শাহজাহানের বিচারালয়ের খলিলুল্লাহ্ খানের তত্ত্বাবধানে
শিশ মহল	লাহোর, পাঞ্জাব, পাকিস্তান	সম্রাট শাহজাহান
খাস মহল	লালকেল্লার ভিতরে, দিল্লি	সম্রাট শাহজাহান
লাল কেল্লা	দিল্লি	সম্রাট শাহজাহান
লালবাগ কেল্লা	লালবাগ, ঢাকা	শায়েস্তা খান
ছোট কাটরা	চকবাজার, ঢাকা	শায়েস্তা খান
সাত গম্বুজ মসজিদ	মোহাম্মদপুর, ঢাকা	শায়েস্তা খাঁর পুত্র উমিদ খাঁ
বড় কাটরা	চকবাজার, ঢাকা	শাহজাদা সুজা
ঢাকা গেট	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	মীর জুমলা
ইদ্রাকপুর কেল্লা	মুন্সীগঞ্জ (ইছামতি নদীর তীরে)	মীর জুমলা
তারা মসজিদ	ঢাকা, আরমানিটোলা	মীর্জা গোলাম পীর (অন্যনাম- মির্জা আহমদ জান)

CamScanner

বাংলায় মুঘল শাসন

১৫৭৬ সালে রাজমহলের নিকট মুঘল ও আফগানদের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। এতে আফগান শাসক দাউদ কররানীর পরাজয় ঘটলে মুঘল শাসক আকবর বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সে সময় বাংলায় 'বারো ভূঁইয়া' নামে পরিচিত বড় বড় জমিদারগণ মুঘল শাসন মেনে নেয়নি। পরবর্তীতে জাহাঙ্গীরের সময়ে বারো ভূঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে দমন করা হয়। বারো ভূঁইয়াদের দমন করার পর সমগ্র বাংলায় সুবাদারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘল প্রদেশগুলো 'সুবা' নামে পরিচিত ছিল। বাংলা ছিল মুঘলদের অন্যতম সুবা।

বাংলায় সুবাদারী শাসন

মুঘল শাসক	বাংলার সুবাদার	উল্লেখযোগ্য কর্ম
আকবর	মানসিংহ	• বারো ভূঁইয়াদের সাথে যুদ্ধ করেন। • বারো ভূঁইয়াদের দমন করতে ব্যর্থ হন।
জাহাঙ্গীর	ইসলাম খান	• বারভূঁইয়াদের দমন করেন। • ঢাকাকে প্রথম রাজধানী করেন (১৬১০)। • ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। • দোলাইখাল খনন করেন। • নৌকা বাইচের প্রচলন করেন।
শাহজাহান	শাহ সুজা	• শাহ সুজা ছিলেন শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র • বিনা শুল্কে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্য সুবিধা দেন • ঢাকার চকবাজারে বড় কাটরা নির্মাণ করেন
আওরঙ্গজেব	মীর জুমলা	• ঢাকাগেট নির্মাণ করেন। • আসাম ও কুচবিহার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন • আসাম যুদ্ধ করেন। • ওসমানী উদ্যানে সংরক্ষিত কামানটি আসাম যুদ্ধে ব্যবহার করেন।
	শায়েস্তা খান	• শায়েস্তা খান ছিলেন আওরঙ্গজেবের মামা। • চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ দখল করেন। • চট্টগ্রামের নাম রাখেন ইসলামাবাদ। • পর্তুগীজ জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন। • লালবাগের কেল্লা নির্মাণ করেন। • চকবাজারে ছোট কাটরা ও চক মসজিদ নির্মাণ করেন। • তাঁর সময়ে 'টাকায় আট মণ' চাল পাওয়া যেত।

CamScanner

বারো ভুঁইয়াদের ইতিহাস

সম্রাট আকবর পুরো বাংলার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। বাংলার বড় বড় জমিদাররা মুঘলদের অধীনতা মেনে নেয়নি। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এরা একজোট হয়ে মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বাংলার ইতিহাসে এ জমিদারগণ বারো ভুঁইয়া নামে পরিচিত। এ বারো বলতে বারো জনের সংখ্যা বুঝায় না। অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রভাবশালী জমিদার বোঝাতেই বারো শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আরো জানতে হবে

- **বারো ভুঁইয়াদের নেতা ছিলেন-** ঈশা খাঁ।
- **ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর নেতা হয়-** ঈশা খাঁর ছেলে মুসা খাঁ।
- **বারো ভুঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে দমন করা হয়-** সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে।
- **বাংলার বারো ভুঁইয়াদের একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন-** প্রতাপ আদিত্য।
- **বারো ভুঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে দমন করেন-** সুবাদার ইসলাম খান।

ইতিহাসে রাজধানী সোনারগাঁও

- **অবস্থান-** নারায়ণগঞ্জ জেলায় (মেঘনা নদীর তীরে); **পূর্বনাম-** সুবর্ণগ্রাম।
- **নামকরণ-** ঈশা খাঁর স্ত্রী সোনা বিবির নামে।
- **বাংলার স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী ছিল-** ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ্ ও গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের আমলে।
- **ঈশা খাঁ ও তার বংশধরদের শাসনামলে বাংলার রাজধানী ছিল-** সোনারগাঁও।

সময়কাল	রাজধানী সোনারগাঁও
১৩৩৮	প্রথম স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী; প্রতিষ্ঠা করেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ্।
১৩৪৬	মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা সোনারগাঁও ভ্রমণ করেন।
১৪০৬	চীনের মুসলিম পর্যটক মা হুয়ান সোনারগাঁও ভ্রমণ করেন।
১৫৭৬-১৬০৮	বারো ভূইয়াঁদের রাজধানী ছিল।
১৫৮৬	পর্যটক রালফ ফিচ ভ্রমণ করেন।

ঈসা খাঁ'র শাসনামলে বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও।

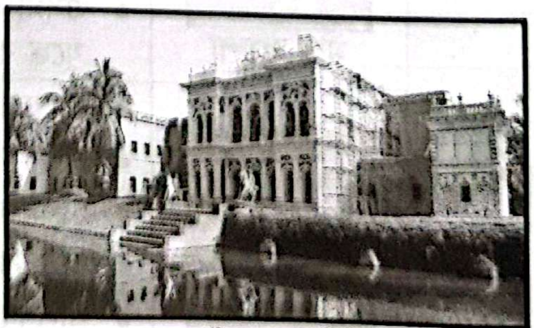

সোনারগাঁওয়ের ঐতিহাসিক নির্দশন পানাম নগর।

CamScanner

বাংলায় নবাবী শাসন

নবাব মুর্শিদকুলী খান

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর মুঘল শাসন শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এ সময় সুবাদাররা আর মুঘলদের অধীনস্ত থাকতে চাইলেন না। তারা নবাবী শাসন ব্যবস্থা চালু করেন। বাংলার উল্লেখযোগ্য নবাব ছিলেন মুর্শিদকুলী খান, সরফরাজ খান, আলীবর্দী খান ও সিরাজ-উদ-দ্দৌলা। নবাবদের শাসনকালের পরিধি ছিল ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত।

আরো জানতে হবে

- বাংলার প্রথম নবাব/ প্রথম স্বাধীন নবাব- মুর্শিদকুলী খান।
- বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন- মুর্শিদকুলী খান।
- নবাবী শাসনামলে বাংলায় অত্যাচার ও লুটপাট করত- বর্গী বা মারাঠা সৈন্যরা।
- আফগান সৈন্যদের বিদ্রোহ ও মারাঠাদের প্রতিহত করেন- নবাব আলীবর্দী খান।
- সিরাজ-উদ-দ্দৌলার নানা ছিলেন- আলীবর্দী খান।
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব- সিরাজ-উদ-দ্দৌলা (আলীবর্দী খানের নাতি)।
- বাংলার শেষ নবাব- নিজাম-উদ-দ্দৌলা ।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহকালীন সময়ে মুঘল সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। বিদ্রোহে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ বিদ্রোহীদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ইংরেজ সরকার দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেন। রেঙ্গুনে নির্বাসিত অবস্থায় ৮৭ বছর বয়সে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

আরো জানতে হবে

- মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হয়- ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে।
- মুঘল সাম্রাজ্যের স্থিতিকাল- ৩৩১ বছর (১৫২৬-১৮৫৭)।
- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে নির্বাসন দেয়া হয়- রেঙ্গুনে, মিয়ানমার।
- মুঘল আমলে উৎকৃষ্ট কার্পাস দিয়ে তৈরি হতো- মসলিন বস্ত্র।
- মুঘল সাম্রাজ্যের ১৯তম বা শেষ সম্রাট ছিলেন- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।
- সিপাহী বিদ্রোহের সাথে স্মৃতি বিজড়িত স্থান- বাহাদুর শাহ পার্ক।
- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ মৃত্যুবরণ করেন- ১৮৬২ সালে ৮৭ বছর বয়সে।

বাহাদুর শাহ অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুর পূর্বকালে তিনি দুঃখ করে লিখেছিলেন-

"কত হতভাগ্য জাফর,
দাফনের প্রয়োজনে
দু'গজ জমিও মিলল না
স্বজনের জনপদে।"

মৃত্যুর পূর্বকালে অসুস্থ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

মুঘল আমল থেকে বাংলার রাজধানী

সময়কাল	রাজধানী	স্থানান্তরকারী
১৬১০ সালের আগে	রাজমহল (বিহার)	
১৬১০ - ১৬৩৯	ঢাকা	ইসলাম খান
১৬৩৯ - ১৬৬০	রাজমহল (বিহার)	শাহ্ সুজা
১৬৬০ - ১৭১৭	ঢাকা	মীর জুমলা
১৭১৭ - ১৭৬০	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদ কুলি খান
১৭৬০ - ১৭৬৩	মুঙ্গের	মীর কাসিম
১৭৬৩ - ১৭৭২	মুর্শিদাবাদ	মীর জাফর
১৭৭২ - ১৯০৫	কলকাতা	ওয়ারেন হেস্টিংস
১৯০৫ - ১৯১১	ঢাকা (পূর্ব বঙ্গ)	লর্ড কার্জন
১৯১১ - ১৯৪৭	কলকাতা	লর্ড হার্ডিঞ্জ
১৯৪৭ - ২৬ মার্চ, ১৯৭১	ঢাকা (পূর্ব পাকিস্তান)	পাকিস্তান সরকার
২৬ মার্চ - ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	মুজিবনগর	মুজিবনগর সরকার
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ - বর্তমান	ঢাকা	সংবিধানের ৫(১) অনুচ্ছেদ

এক নজরে ইতিহাসে বাংলার রাজধানী

রাজা/শাসনামল	রাজধানী
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	পাটালিপুত্র
সম্রাট অশোক ও গুপ্ত বংশ	পুণ্ড্রনগর
শশাঙ্ক	কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ)
হর্ষবর্ধন	কনৌজ
দেব রাজাদের রজাধানী	ময়নামতি (কুমিল্লা)
লক্ষণ সেন	গৌড় ও নদীয়া
ইখতিয়ার উদ্দিন	দেবকোট (দিনাজপুর)
মুহাম্মদ বিন তুলঘলক	দিল্লী/দেবগিরি
স্বাধীন সুলতানী আমল	গৌড়
আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্	একডালা
সম্রাট জাহাঙ্গীর/ইসলাম খান	ঢাকা
ঈশা খাঁ, ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ্	সোনারগাঁও
মুর্শিদকুলি খান	মুর্শিদাবাদ
মীর কাসিম	মুঙ্গের
শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্	পাড়ুয়া

CamScanner

১৮. ঢাকা কখন সর্বপ্রথম বাংলার রাজধানী হয়েছিল? [21 BCS/28 BCS/ ঢবি ঘ ০৮-০৯]
ক. ১২৫৫ সালে খ. ১৬১০ সালে গ. ১৯০৫ সালে ঘ. ১৯৪৭ সালে

১৯. ঢাকার 'দোলাই খাল' কে খনন করেন? [36 BCS]
ক. পরিবিবি খ. ইসলাম খান গ. শায়েস্তা খান ঘ. ঈশা খান

২০. কোন মুঘল সুবাদার চট্টগ্রাম দখল করে এর নাম রাখেন ইসলামাবাদ? [বাতিলকৃত 24 BCS]
ক. ইসলাম খান খ. রাজা মানসিংহ গ. মীর জুমলা ঘ. শায়েস্তা খান

২১. ঢাকার বড় কাটরা ও ছোট কাটরা শহরের নিম্নোক্ত এলাকায় অবস্থিত- [17 BCS]
ক. চকবাজারে খ. সদরঘাটে গ. লালবাগ ঘ. ইসলামপুর

২২. বিবি পরী কে ছিলেন? [বাতিলকৃত 24 BCS]
ক. আওরঙ্গজেবের কন্যা খ. শায়েস্তা খানের কন্যা
গ. মুর্শিদকুলী খানের স্ত্রী ঘ. আজিমুশশানের মাতা

২৩. কোন মুঘল সুবাদার চট্টগ্রাম দখল করে এর নাম রাখেন ইসলামাবাদ? [বাতিলকৃত 24 BCS]
ক. ইসলাম খান খ. রাজা মানসিংহ গ. মীর জুমলা ঘ. শায়েস্তা খান

২৪. কোন নগরীতে মুঘল আমলে সুবে-বাংলার রাজধানী ছিল? [16 BCS]
ক. সোনারগাঁও খ. বঙ্গ গ. গৌড় ঘ. রাঢ়

২৫. কে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন? [15 BCS]
ক. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা খ. নবাব মুর্শিদকুলী খান
গ. সুবাদার ইসলাম খান ঘ. নবাব শায়েস্তা খান

২৬. কোন মুঘল সুবাদার বাংলার রাজধানী ঢাকা হতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন? [15 BCS]
ক. ইসলাম খান খ. শায়েস্তা খান গ. মুর্শিদকুলী খান ঘ. আলীবর্দী খান

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা

২৭. মুঘল আমলে প্রাদেশিক রাজধানীর দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তিকারী প্রধান বিচারপতি উপাধি নিম্নের কোনটি ছিল? [MC ০৯-১০]
ক. ফতুয়ায়ে আলমগিরী খ. মুসলিম ওলামা
গ. কাজীউল কুজাত ঘ. কাজী

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

২৮. বাবর উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন- [রাবি ইতিহাস, ০৮-০৯]
ক. ১৫১৬ সালে খ. ১৫২২ সালে গ. ১৫২৬ সালে ঘ. ১৫২৮ সালে

২৯. কোন যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটেছিল? [জাহাবি ইতিহাস, ০৯-১০]
ক. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ খ. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ
গ. দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধ ঘ. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

৩০. ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানি পথের প্রথম যুদ্ধে বাবর কাকে পরাজিত করেন? [ডাক ও টেলিফোন মন্ত্রণায়ের টেলিফোন বোর্ডের সহকারী পরিচালক, ৯৫]
ক. রানা প্রতাপ সিংহ খ. ইব্রাহিম লোদী গ. শিবাজী ঘ. বৈরাম খান

উত্তরমালা

১৮. খ	১৯. খ	২০. ঘ	২১. ক	২২. খ	২৩. ঘ	২৪. ক	২৫. খ
২৬. গ	২৭. ঘ	২৮. গ	২৯. ক	৩০. খ			

CamScanner